

ছোট কাগজে লেখা বিজ্ঞপ্তি (প্যামফ্লেট) ইত্যাদি।

- বৈদ্যুতিন মাধ্যম - যেমন, টেলিভিশন, কেবল টেলিভিশন, এস এম এস, রেডিও ইত্যাদি।
- অথবা অন্য যে কোনো ভাবে।



৩। মায়েদের এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপহার দেওয়া ও বিনামূল্যে শিশুখাদ্যের নমুনা (স্যাম্পেল) বিতরণ

মায়েদের মনকে প্রভাবিত করার আরেকটা উপায় হল মায়েদের ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপহার দেওয়া এবং বিনামূল্যে শিশুখাদ্যের নমুনা বিতরণ করা: একটা বেবিফুড, ফিডিং বটল বা শিশুখাদ্য কিনলে সঙ্গে বিনামূল্যে সাবান /বাটি ইত্যাদি দেওয়া। এ ভাবে কিনা পয়সায় জিনিস পাওয়ার লোভ স্তন্যপানের স্বাভাবিক প্রবনতাকে ব্যাহত করে এবং নিত্য - নতুন এই সবেব ব্যবহারের জেতা তৈরি করে।



এই অ্যাক্ট অনুযায়ী নিষিদ্ধ:

- গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যপান করানো মা, ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্যদের কোনো উপহার দেওয়া বা বিনা মূল্যে নমুনা বিতরণ
- চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা অন্যভাবে গর্ভবতী মহিলা বা সন্তানের মায়েদের সঙ্গে হাসপাতালে, বাড়িতে, হাট-বাজারে যোগাযোগ করা।

৪। বিনামূল্যে শিক্ষামূলক জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি বা বেবিফুড বিতরণ করা

শিক্ষামূলক কোনো কিছু যা কোম্পানি সরাসরি নিজেরা তৈরি করে বা অন্য কাউকে তৈরির জন্য অনুদান দেয় - তার বেশির ভাগই বিভ্রান্তিকর তথ্যে ভরা থাকে এবং স্তন্যপানের গুণাবলী চাপা পড়ে যায়।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী বেবিফুড, শিক্ষামূলক কিছু এবং যন্ত্রপাতি হাসপাতাল, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদিতে বা সরাসরি মায়েদের বিনামূল্যে বিতরণ করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।



৫। বেবিফুডের কৌটোর বা প্যাকেটে মা বা শিশুর ছবি

কোম্পানিগুলো তাদের তৈরি কৌটোর বা প্যাকেটের গায়ে প্রায়ই পুতুল-ভাল্লুক (টেডি বিয়ার), পাখি, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং তাতে এমন সব কথা লেখা থাকে যাতে মনে হয় যে এই সব বেবিফুড অত্যন্ত উপকারি। খুব স্বাস্থ্যবান শিশুর ছবি বা উপরোক্ত নানান ধরনের ছবি মায়েদের মন আকর্ষিত করে। কৌটোর গায়ের এ সব ছবি মায়েদের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সত্য-তথ্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী বেবিফুডের কৌটোর গায়ে মা বা শিশু অথবা টেডি বিয়ার ইত্যাদির ছবি লাগান নিষিদ্ধ।



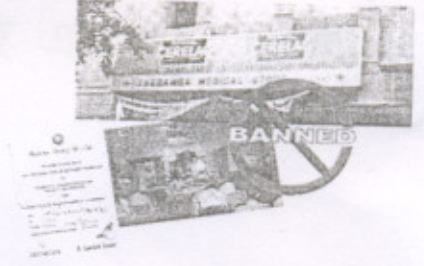
৬। অনেক সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের সেতু হিসাবে ব্যবহার করে কোম্পানি মায়েদের কাছে পৌছায়।

প্রায়ই দেখা যায় ডাক্তাররা যাতে বিভ্রান্ত হয়ে মায়েদের বেবিফুড খাওয়ানোর পরামর্শ দেন, সে জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ বিতরণের নামে কোম্পানিগুলো ভুল ও আজবাজে কথা লেখা কাগজ-পত্র অন্যান্য জিনিস তাঁদের দেয়।

শিশুখাদ্য উৎপাদক কোম্পানি ডাক্তারদের কনফারেন্স, মিটিং, গবেষণা, এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজকর্মের জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। হাসপাতালে এবং ওষুধের দোকানে হোর্ডিং (সাইন বোর্ড) লাগানোর জন্য টাকা দেওয়াটাও একটা কায়দা।

এই অ্যাঙ্ক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের নিম্নলিখিত কাজগুলি নিষিদ্ধ -

- হাসপাতাল, নার্সিং হোম ইত্যাদিতে পোস্টার, সাইন বোর্ড, ইত্যাদি লাগানো, বেবিফুড খাওয়ানোকে উৎসাহিত করে এমন জিনিসপত্র হাসপাতাল বা ওষুধের দোকানে বিতরণ।
- হাসপাতাল কর্মী বা তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের কোম্পানির দ্বারা টাকা-পয়সা বা কোনো ধরনের উপহার দেওয়া।
- সেমিনার, মিটিং, কনফারেন্স, পড়াশোনা বা ট্রেনিং, ফেলোশিপ, গবেষণার কাজকর্ম, অথবা অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজের জন্য আর্থিক অনুদান।



৭। বেবিফুডের বিক্রি বাড়াবার জন্য কোম্পানির নিজেদের কর্মীদের কমিশন দেওয়া প্রায়ই দেখা গেছে যে বিক্রি বাড়াবার জন্য একটা বিক্রির ন্যূনতম মাত্রা (সেল্‌স টার্গেট) ঠিক করে সেটা পূরণ করার জন্য নিজেদের কর্মীদের চাপ দেয় অথবা বিক্রির পরিমানের উপর কমিশন দেয়।



এই অ্যাঙ্ক অনুযায়ী বিক্রির পরিমানের উপর কোম্পানির তাদের নিজেদের কর্মীদের কমিশন দেওয়া নিষিদ্ধ।

আপনার কিছু কর্তব্যের ধারণা

কোম্পানিগুলোর কাজকর্মের উপর নজর রাখুন:

- কোম্পানিদের কাজের ধরনের উপর কড়া নজর রাখুন এবং যে কোনো রকমের আইন ভঙ্গের কাজ দেখলে স্থানীয় বিধানসভার সদস্য, সংসদ সদস্যের কাছে জানান, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রককে (মিনিস্ট্রি অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট) লিখিত ভাবে জানান।
- যদি কেবল টিভিতে এই আইন ভঙ্গকারি কিছু দেখেন তবে কেবল অপারেটরকে তা দেখানো বন্ধ করতে বলুন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কমিশনার অফ পুলিশকে লিখিত ভাবে জানান।
- আইন ভঙ্গকারি কোম্পানিদের কাছে তাদের কাজ-কর্মের বিরোধিতা করে চিঠি লিখে একটি প্রতিবাদি প্রক্রিয়া চালু করুন।

কিছু জরুরি ঠিকানা:

১। মিনিস্ট্রি অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট

এ উইং, শান্তি ভবন, নিউ দিল্লি- ১১০০০১

২। ডাইরেক্টর জেনারেল অফ হেল্থ সার্ভিসেস, মিনিস্ট্রি অফ হেল্থ,

নির্মান ভবন, নিউ দিল্লি- ১১০০০১

রাজ্যস্তরের কয়েকটি ঠিকানা:

১। স্টেট মিনিস্ট্রি অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট,

রাইটার্স বিল্ডিং, কোলকাতা-৭০০০০১

২। সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট,

রাইটার্স বিল্ডিং, কোলকাতা-৭০০০০১

৩। ডাইরেক্টর জেনারেল অফ হেল্থ সার্ভিসেস, মিনিস্ট্রি অফ হেল্থ,

স্বাস্থ্য ভবন, জি. এন. - ২৯, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

৪। সাংসদ

৫। বিধায়ক

৬। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট

৭। সাব ডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট

৮। কমিশনার অফ পুলিশ

ব্রেস্টফীডিং প্রমোশন নেটওয়ার্ক অফ ইন্ডিয়া (বিপিএনআই)

বিপি- ৩৩, পিতমপুরা দিল্লি-১১০০৮৮ কর্তৃক প্রচারিত

বঙ্গানুবাদ: ডা: কমলেন্দু চক্রবর্তী

